আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:)

আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) এমন এক ব্যাক্তি যার সম্মানে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ১৬ টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে যার তেলাওয়াত আরম্ভ হয়েছে অদ্যাবধি চলছে। এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন এর তিলওয়াত অব্যাহত থাকবে। মুফাসসিরীনের উক্তি কে সেই ব্যক্তি, যার জন্য সপ্তম আকাশের উপর থেকে নবী করীম (স:) কে কঠোর ভাষায় সতর্ক করা হয়েছিল? জানেন কি কে সেই ব্যক্তি? যার সম্পর্কে জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স:) এর কাছে ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলন? সেই ব্যক্তিই হলেন রাসূল (স:) এর মুয়াজ্জিন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:)। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) একজন মাক্কি, কুরাইশি এবং রাসূল (স:) এর নিকট আত্মীয়। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা:) খালাতো ভাই। তার পিতা কায়েস ইবনে জায়েদ এবং মা আতিকাহ বিনতে আব্দুল্লাহ। আতিকাহ বিনতে আব্দুল্লাহকে জন্মান্ধ সন্তানের মা হওয়ার কারণে উম্মে মাকতুম বলে সম্ভোধন করা হতো। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) মক্কাতেই ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হন। আল্লাহ তার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেছেন। ইসলাম গ্রহনকারী প্রথম যুগের ব্যাক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন তিনি। মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মতো জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিম রোলার নিষ্পেষণে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন তিনি। সীমাহীন বিপদ-মুসিবত তার পদস্থলনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। কিংবা দীপ্ত ঈমানী চেতনা ও মনোবল ছিল না কোনো ঘাটতি। রাসূল (স:) আর সাহচর্যের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল, যার কারণে আল কুরআন মুখস্থ করার ও যে কোনো প্রয়োজনে বা ঘটতে তার দ্রুত উপস্থিত দেখা যেত। এক সময়ের ঘটনা। রাসূল (স:) কুরাইশ নেতাদের সদা সর্বদা ইসলামের দিকে আহবান জানাতেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করুক এ ব্যাপারে তিনি অত্যান্ত আগ্রহী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে রাসূল (স:) একদিন কুরাইশ নেতৃবর্গ অর্থাৎ উতবা ইবনে রাবিয়া, তার ভাই সাঈদ ইবনে রাবী'আ, আমর ইবনে হিশাম বা আবু জাহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওয়ালিদ বিন মুগীরার সাথে বসলেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করে তাদেরকে বুঝাতে থাকলেন। রাসূল (স:) আশা করেছিলেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, কিংবা অন্তত সাহাবী (রা:) ওপর অব্যাহত নির্যাতন বন্ধ করবে। এমত অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) রাসূল (স:) এর খিদমতে এসে তাকে আল কুরআন থেকে পাঠ করে শোনানো আরয করেন।

তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনার ওপর যেসব আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা আমাকে শিক্ষা দিন। রাসূল (স:) তার দিকে কর্ণপাত না করে কুরাইশ নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন ও তার কথায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন। রাসূল (স:) আসলে তাকে অসম্মানিত করেন নি, কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন, যদি এসব কুরাইশ নেতা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য গৌরবজনক হবে এবং রাসূল (স:) এর দাওয়াতী কাজের সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। রাসূল (স:) কুরাইশ নেতাদের সাথে তার আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরতে মনস্থ করলে হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, কিছু একটা তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অহী নাযিল করলেন।

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ٥
فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ٦
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ٧
وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ٨
وَهُوَ يَخْشَىٰ ٩
فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٠

অর্থাৎ "যে পরোয়া করে না আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন. অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই. অপরদিকে যে আপনার দিকে ছুটে এল সভয় মনে, আপনি তার থেকে উদাসীন হলেন; কখনো নয়।" (সূরা আবাস আয়াত ৫-১০)

(অর্থাৎ এই অহংকারকারীদের এতোটা পরোয়া করার প্রয়োজন নেই)

আল্লাহ তা'য়ালা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) সম্পর্কে ১৬ টি আয়াত রাসূল (স:) যার অন্তরে অবতীর্ণ করলেন, যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে অদ্যাবধি তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিনই তিলাওয়াত হতে থাকবে। এরপর থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) যখনই রাসূল (স:) এর নিকট আসতেন, রাসূল (স:) তাকে বিশেষ সম্মান করতেন। কোনো বৈঠকে উপস্থিত হলে তাকে কাছে বসাতেন, খবরাখবর নিতেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করতেন। যার কারণে সপ্তম আসমানের ওপর থেকে চরমভাবে সতর্ক করা হয়েছিল রাসূল (স:) কে, তা কি বিস্ময়কর নয়? যখন কুরাইশরা রাসূল (স:) এবং তার ঈমানদার সঙ্গী-সাথীদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালালো, তখন আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হিজরতের অনুমতি দান করলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) দ্বীনের হেফাজতে জন্মভূমি ত্যাগে ছিলেন প্রথম কাফেলার অন্তর্ভুক্তদের অন্যতম। রাসূল (স:) আর সাহাবীদের মধ্যে তিনি ও মুসআব ইবনে উমাইর (রা:) হলেন সর্ব প্রথম মদিনায় হিজরতকারী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) ইয়াসরিবে পৌছার পর পালাক্রমে তিনি ও তার হিজরতের সাথী মুসআব ইবনে উমাইর (রা:) জনগণের কাছে গিয়ে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন এবং আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন রাসূল (স:) মদীনায় হিজরত করার পর বেলাল (রা:) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) মুসলিমদের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। তারা প্রতিদিন পাঁচ বার করে সুউচ্চ কণ্ঠে তাওহীদের ঘোষণা শোনাতেন এবং সবাইকে নামাজের জন্য আহ্বান করতেন। বেলাল (র:) আজান দিলে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) ইকামাত দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) আজান দিলে বেলাল (রা:) ইকামাত দিতেন।

"কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের শোয়াবে কোনো কমতি হবে না।" (সহীহ মুসলিম- ২৬৭৪)

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/